গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : . . . . . বঙ্গাব্দ/ . . . . . খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও, নং . . . -আইন/২০১৮। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন) এর ধারা ৮৭ এর সহিত পঠিতব্য এবং উক্ত ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ -

নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য ব্যবসায়ীর বাধ্যবাধকতা) প্রবিধানমালা, ২০১৮

প্রথম অধ্যায়: প্রারম্ভিক

১. শিরোনাম ও প্রবর্তন

(১) এই প্রবিধানমালা নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য ব্যবসায়ীর বাধ্যবাধকতা) প্রবিধানমালা, ২০১৮ বলিয়া অভিহিত হইবে।

(২) আমদানি ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডসহ খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্রস্তুতকরণ, মোড়কজাতকরণ, পরিবহন, গুদামজাতকরণ, বিতরণ, প্রদর্শন ও বিপণন এর সকল পর্যায়কে পরিব্যপ্ত করিয়া এই প্রবিধানমালা প্রয়োগ করা হইবে।

(৩) এই প্রবিধানমালা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২. সংজ্ঞা

আইন এ উল্লিখিত সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা এই প্রবিধানমালায় অনুরুপ অর্থে ব্যবহৃত হইবে এবং বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে এই প্রবিধানমালায়-

ক. **"আইন"** অর্থ নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ (২০১৩ সালের ৪৩ নং আইন) কে বুঝাইবে এবং নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কিত সকল প্রবিধানমালা উক্ত আইনের প্রয়োগকে সঞ্চারিত করিবার জন্য বিষদভাবে প্রবর্তিত হইবে;

খ. **"বিজ্ঞাপন"** অর্থ লেবেলিং ব্যতিত প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ অন্য যে কোন উপায়ে পণ্যের প্রসারের জন্য গণযোগাযোগ, পুষ্টিগুন বা স্বাস্থ্যসুবিধা দাবি করিয়া খাদ্যদ্রব্য বা উহার সহিত সম্পর্কিত উপকরণসমূহ প্রচারের মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় বা গ্রহণ করা;

গ. **"কর্তৃপক্ষ"** অর্থ আইনের ধারা ৫ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ;

ঘ. **"খাদ্য নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ"** অর্থ কেন্দ্রীয় বা স্থানীয় সরকার এর সেই সকল সংস্থা যাহার দায়িত্ব হইতেছে নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট আইন প্রণয়ন, প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করা;

ঙ. **"নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি"** অর্থ সেই পদ্ধতিকে বুঝাইবে যাহা নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করিবার জন্য প্রাসঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ বিপত্তিসমূহকে চিহ্নিত, যাচাই এবং নিয়ন্ত্রণ করিবে;

চ. **"পরিদর্শন"** অর্থ কর্তৃপক্ষ অথবা খাদ্য নিয়ন্ত্রণ সংস্থা কর্তৃক গৃহীত সকল ধরণের পদক্ষেপ যাহা খাদ্য আইনের সহিত সম্পুরক কি না তাহা যাচাই করিবার জন্য পরিচালিত হইবে;

ছ. **"বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন"** অর্থ সেই সকল বিজ্ঞাপনকে বুঝাইবে যাহা যেকোন উপায়ে যেমন উপস্থাপন, যন্ত্র বা কোন ব্যক্তির নিকট পৌছাইবার উপযোগী যন্ত্র সদৃশ অন্য কিছুর মাধ্যমে কোন ব্যক্তির নিকট পৌছায় এবং উহার প্রতারণামূলক প্রকৃতির কারণে উক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের অর্থনৈতিক আচরণকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করিয়া থাকে, ক্ষতিগ্রস্থ করিয়া থাকে অথবা কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে ক্ষতিগ্রস্থ করিয়া থাকে;

জ. **"প্রত্যাহার (Recall and Withdrawal)" অর্থ** ভোক্তার নিকট পৌছাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে অথবা ভোক্তার নিকট ইতোমধ্যেই পৌছাইয়াছে এমন কোন অনিরাপদ খাদ্য বাজার, মজুদ এবং ভোক্তাবৃন্দের নিকট হইতে অপসারণ করা এবং ভোক্তাবৃন্দকে তৎসম্পর্কিত বিষয়ে অবহিতকরণ;

ঝ. **"ঝুঁকি"** অর্থ স্বাস্থ্যগত নেতিবাচক প্রভাবের সম্ভাবনা এবং উক্ত প্রভাবের মাত্রা যাহা উক্ত ঝুঁকি বা বিপত্তির পরিণাম;

ঞ. **"ঝুঁকি নিরূপণ"** অর্থ বিজ্ঞানভিত্তিক প্রক্রিয়ায় বিপত্তি চিহ্নিতকরণ, বিপত্তির বৈশিষ্টকরণ, ব্যাপকতা নিরূপণ এবং ঝুঁকির শ্রেণিবিন্যাস করা;

ট. **"ঝুঁকি ভিত্তিক খাদ্য পরিদর্শন"** অর্থ খাদ্যবাহিত রোগ সৃষ্টি করিতে পারে এমন ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়ের আলোকে পরিদর্শন করা;

ঠ. **"ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাদ্য ব্যবসায়ী"** অর্থ জাতীয় শিল্প নীতিমালা ২০১৬ অনুসারে ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাদ্য ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে বুঝাইবে;

ড. **"উৎস সনাক্তকরণ(Traceability)"** বলিতে তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বিতরণ ও বিপণনের সুনির্দিষ্ট ধাপসমূহ পর্যালোচনার মাধ্যমে উৎপাদিত বা প্রস্তুতকৃত খাদ্য এবং উপাদানসমুহের আদি উৎস সন্ধান করিবার সক্ষমতাকে বুঝাইবে;

৩. নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ এর বাধ্যবাধকতা (Compliance)ঃ

(১) আইনের আলোকে খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ এবং সরবরাহ শৃঙ্খলে জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি প্রতিরোধ, নিরসন ও হ্রাসের জন্য খাদ্য ব্যবসায়ীকে নিশ্চিত করিতে হইবে যে তাঁর খাদ্য ব্যবসায় নিম্নরূপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছেঃ

ক. ঝুঁকিপূর্ণ খাদ্য চিহ্নিত ও প্রত্যাহার করিবার প্রক্রিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে

খ. প্রমাণক কাগজপত্র সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা রহিয়াছে;

গ. খাদ্য কর্মীদের স্ব স্ব কাজের সহিত সম্পর্কিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে,

ঘ. জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হইতে পারে এমন খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবার পদ্ধতি ও প্রমাণক ব্যবস্থা রহিয়াছে।

(২) আমদানিকৃত খাদ্য বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে খাদ্য ব্যবসায়িকে অবশ্যই আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানের আবশ্যিক শর্ত অনুসরণ করিতে হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: খাদ্য ব্যবসায়ীর দায়িত্ব

৪. খাদ্যের নিরাপদতা রক্ষা

(১) নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ এর অধ্যায় ৫ অনুসারে, স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর খাদ্য বা মানুষের ভোগের অনুপযোগী খাদ্য যাহাতে উৎপাদন ও বাজারজাত করা না হয় তাহা খাদ্য ব্যবসায়ী নিশ্চিত করিবেন।

(২) প্রান্তিক পর্যায়ে সকল খাদ্যের ক্ষেত্রে খাদ্য ব্যবসায়ী নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অনুসরণ করিবেন:

ক. খাদ্য ব্যবহারের সাধারণ নিয়মাবলী এবং প্রাথমিক উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, স্থানান্তর, গুদামজাতকরণ ও বিতরণের প্রতিটি পর্যায় সম্পর্কে ভোক্তাকে অবহিতকরণের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

খ. ভোক্তাদের জন্য সরবরাহকৃত তথ্য, যেমন লেবেলে প্রদত্ত তথ্য কিংবা কোন নির্দিষ্ট খাদ্যের মাধ্যমে স্বাস্থ্যগত প্রভাব সম্পর্কিত বা বিশেষ ধরণের খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কিত কোন তথ্য যাহা ভোক্তাকে পছন্দনীয় খাদ্য নির্বাচনে সহায়তা করিতে পারে।

গ. যদি কোন খাদ্যের ব্যাচ/ চালানের একটি অংশ অনিরাপদ হয় তাহা হইলে সম্পূর্ণ ব্যাচ/ চালানকেই অনিরাপদ হিসেবে বিবেচনা করিতে হইবে। তবে কোন মূল্যায়নে ব্যাচ বা চালানের অবশিষ্ট খাদ্য নিরাপদ প্রমাণিত হইলে তাহলে তাহা বাদ দেওয়া যাইবে।

৭. উৎস সনাক্তকরণ

(১) খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণসহ সকল পর্যায়ে খাদ্যের স্থানান্তর অনুসরণ (Trace) করিবার নিমিত্ত খাদ্য ব্যবসায়ী একটি পদ্ধতি ও দালিলিক প্রমাণক সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবেন যাহাতে উৎপাদান হইতে ভোগ পর্যন্ত খাদ্যের অবস্থা চিহ্নিত করা সম্ভবপর হয়।

(২) নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ধারা ৩২, ৪৪, ৫৪, অনুসারে খাদ্য ব্যবসায়ী যাহাদের নিকট হইতে খাদ্য, মৎস্য খাদ্য, পশুখাদ্য, খাদ্য উৎপাদনকারি পশু অথবা খাদ্য বা পশুখাদ্যের সংযোজন দ্রব্য বা উপকরণ অথবা উক্ত উদ্দেশ্যে যাহারা সরবরাহ করিবেন উক্ত সরবরাহকারিগণকে সনাক্ত করিতে সক্ষম থাকিবেন।

(৩) খাদ্য ব্যবসায়ী তাহাদের খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ অন্য কোন ব্যবসায়ীর কাছে সরবরাহ করিলে তাহা চিহ্নিত করিবার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া থাকিতে হইবেএবং এই সম্পর্কিত তথ্য খাদ্য নিয়ন্ত্রণকারি সংস্থার নিকট চাহিদামত সরবরাহ করিতে হইবে।

(৪) খাদ্য ব্যবসায়ী নিশ্চিত করিবেন যে, বাজারজাতকৃত খাদ্য, মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য যথাযথভাবে লেবেলিং করা হইবে এবং তাহার উৎস সনাক্ত করিবার নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র, তথ্য ও লেবেলের মাধ্যমে চিহ্নিত করিবার ব্যবস্থা থাকিবে।

(৫) এই প্রবিধানের ধারা ১১ এর বিধান অনুসারে খাদ্য ব্যবসায়ী নিশ্চিত করিবেন যে, সরবরাহকারি কর্তৃক সংরক্ষিত দলিলপত্রের মাধ্যমে খাদ্য ও মোড়কীকরেণর উৎস সনাক্ত করিবার উপযোগী ব্যবস্থা থাকিবে।

৮. নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

(১) নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ এর ধারা ৩৩ অনুসারে খাদ্য ব্যবসায়ী নিশ্চিত করিবেন যে উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণের সকল স্তর স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতি সম্পর্কিত বিধানের সহিত সংগতিপূর্ণ ভাবে পরিচালিত হইবে।

(২) আইনের ১৩.৪ (ক) ধারা অনুসারে, খাদ্য ব্যবসায়ী নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, প্রস্তুতকরণ ও বিপণনে উৎকৃষ্ট পদ্ধতির (Good Agricultural Practices, Good Aquacultural Practices, Good Manufacturing Practices, Good Hygienic Practices) অনুশীলনসহ গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা, বিপত্তি বিশ্লেষণ (Hazard Analysis), সংকট-কালীন খাদ্য নিরাপদতায় জরুরী সাড়া (Food Safety Emergency Response), অবশিষ্টাংশ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Residual Control System), সংকটপূর্ণ ধাপে নিয়ন্ত্রণ (critical control points) ও খাদ্যের অনিরাপদতার উৎস নিরীক্ষা পদ্ধতি (Food Safety Auditing System) এবং

সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অনুশীলন, যাহা এতদসংক্রান্ত বিদ্যমান আইনে নির্ধারিত মানদন্ড ও বাধ্যবাধকতা প্রতিপালন নিশ্চিতকল্পে খাদ্য ব্যবসা পরিচালনার জন্য অনুমোদিত নির্দেশনায় (approved guidance or directives) বর্ণিত নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নিশ্চিত করিবেন।

(৩) এই ধারার (১) ও (২) নং উপ-ধারা বাস্তবায়নে খাদ্য ব্যবসায়ী নিম্নলিখিত নীতিমালার ভিত্তিতে আত্মনিয়ন্ত্রণের আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি প্রবর্তন, বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন:

ক. যে সকল বিপত্তি প্রতিরোধ, অপসারণ ও গ্রহণযোগ্য মাত্রায় কমাইয়া আনা প্রয়োজন তাহা চিহ্নিত করা;

খ. বিপত্তি প্রতিরোধ, অপসারণ ও গ্রহণযোগ্য মাত্রায় কমায়ে আনিবার নিমিত্ত কোন একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে বা পর্যায়সমূহে যেই সংকটপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ধাপ রহিয়াছে তাহা চিহ্নিত করা;

গ. সংকটপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ধাপে সীমারেখা প্রবর্তন করা যাহা চিহ্নিত বিপত্তি প্রতিরোধ, অপসারণ ও গ্রহণযোগ্য মাত্রায় কমাইয়া আনিবার মাধ্যমে গ্রহণযোগ্যতা ও অগ্রণযোগ্যতাকে আলাদা করিবে;

ঘ. সংকটপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ধাপে কার্যকর পরিবীক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তন করা ও তাহা বাস্তবায়ন করা;

ঙ. সংকটপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ধাপে পরিবীক্ষণ যখন নির্দেশ করে যে কোন বিষয় নিয়ন্ত্রিত হইতেছে না, তখন তাহা সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

চ. ক হইতে ঙ পর্যন্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত উদ্যোগসমূহ যথাযথভাবে কার্যকর রহিয়াছে কি না তাহা নিয়মিত যাচাইয়ের জন্য পদ্ধতি প্রবর্তন করা;

ছ. খাদ্য ব্যবসায়ের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় প্রমাণক কাগজপত্র ও নথি সংরক্ষণ করা যাহাতে উপ-ধারা ক হইতে চ তে উল্লিখিত বিষয়সমূহ যথাযথভাবে প্রদর্শন করা যায়।

(৪) যখন কোন খাদ্যপণ্য বা উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন করা হইবে তখন খাদ্য ব্যবসায়ী তাহা পর্যালোচনা করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট পদ্ধতির সাপেক্ষে তা পরিমার্জন করিবে।

(৫) উৎস সনাক্তকরণ পদ্ধতির অংশ হিসেবে খাদ্য ব্যবসায়ী কাঁচামাল চিহ্নিতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রম যাচাইয়ের জন্য প্রমাণক কাগজপত্র সংরক্ষণ করিবেন।

(৬) আইনের বিধানের সাথে সমাঞ্জস্যপূর্ণ প্রমাণক কাগজপত্র কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক পেশ করিবে।

(৭) খাদ্য ব্যবসায়ী খাদ্য ব্যবসা পরিচালনা সংশ্লিষ্ট প্রমাণক কাগজপত্র নিয়মিতভাবে হালনাগাদ নিশ্চিত করিবে।

৯. ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাদ্য ব্যবসায়ীর অব্যাহতি প্রাপ্তি

(১) এই প্রবিধানের অনুচ্ছেদ ৮ এ উল্লেখিত আবশ্যক শর্ত বিষয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকৃতির খাদ্য ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করিতে পারিবে।

(২) খাদ্য ও খাদ্য ঝুঁকি বিবেচনায় কোন কোন ক্ষেত্রে খাদ্য ব্যবসায়ী অব্যাহতি পাইতে পারে, তবে শর্ত থাকে যে, এই অব্যাহতি এই প্রবিধানের উদ্দেশ্যকে কোন প্রকারেই ব্যহত করিবে না।

(৩) নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ধারা ৩৩ এবং নিরাপদ খাদ্য (স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ) প্রবিধানমালা ,২০১৮ অনুসারে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাদ্য ব্যবসায়ী অবশ্যই স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য সম্পর্কিত আবশ্যক শর্তসমূহ পূরণ করিবে।

১০. প্রমাণক সংরক্ষণ

(১) খাদ্য ব্যবসায়ী নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রমাণক সংরক্ষণ করিবে:

ক. ব্যবসায়ীর নাম ও ঠিকানা

খ. খাদ্যের যথাযথ বিবরণ

গ. খাদ্যের পরিমাণ ও প্রকৃতি

ঘ. লট, ব্যাচ ও চালান (যাহা প্রযোজ্য) সনাক্ত করিবার স্মারক

ঙ. প্রত্যেকটি লেনদেন/ সরবরাহের তারিখ।

চ. সংশ্লিষ্ট অন্যান্য

(২) খাদ্য ব্যবসায়ী কর্তৃক অন্য কোন ব্যবসায়ীকে খাদ্য, প্রাণীখাদ্য ও মৎস্যখাদ্য সরবরাহ সম্পর্কিত:

ক. ক্রেতার নাম ও ঠিকানা,

খ. সরবরাহকৃত পণ্যের প্রকৃতি,

গ. লট, ব্যাচ ও চালান (যাহা প্রযোজ্য) চিহ্নিত করিবার স্মারক,

ঘ. প্রত্যেকটি লেনদেন/ সরবরাহের তারিখ।

(৩) খাদ্য ব্যবসায়ী এই ধারার ১ ও ২ নং উপ-অনুচ্ছেদে উল্লেখিত প্রমাণক তথ্য নিম্নলিখিত সময়ের জন্য সংরক্ষণ করিবেন:

ক. যেই সকল খাদ্যের মেয়াদকাল ৩ মাসের অধিক সেইগুলো মেয়াদকাল অতিক্রান্ত হইবার পরে নুন্যতম ৩ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করিতে হইবে;

খ. দ্রুত পচনশীল খাদ্য যেইগুলোতে কতোদিনের মধ্যে ব্যবহার করিতে হইবে তাহা উল্লেখ নাই অথবা ৩ মাসের কম সময়ের মধ্যে ব্যবহারের নির্দেশ রহিয়াছে এবং যেই খাদ্য প্রান্তিক ভোক্তার নিকট পৌছাইতে হইবে, সেইগুলোর ক্ষেত্রে সরবরাহের তারিখ হইতে ৬ মাস পর্যন্ত;

গ. খাদ্য ব্যবসার অন্যান্য তথ্য-প্রমাণক ৫ বৎসর।

১১. অনিরাপদ খাদ্য প্রত্যাহার

(১) আইনের ধারা ৪৩ অনুসারে, আমদানিকৃত, উৎপাদিত, প্রক্রিয়াজাতকৃত বা বিতরণকৃত কোন খাদ্য মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয় অথবা হইতে পারে বা নিরাপদ খাদ্য আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলিয়া বিবেচিত হয় বা বিবেচিত হওয়ার উপযুক্ত কারণ থাকে, তাহা হইলে উক্ত খাদ্য সম্পর্কে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে:

ক) উক্ত খাদ্য বাজারের যেই স্থানে প্রাথমিক খাদ্য ব্যবসায়ির নিয়ন্ত্রণের বাহিরে গিয়াছে উক্ত স্থান হইতে প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং উক্ত পণ্য যাহাতে ভোক্তার নিকট না পৌছায় তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে;

খ) ১(ক) এর বিবরণ অনুসারে খাদ্য দ্রব্য প্রত্যাহার করিবার ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে;

(২) যে স্থলে উক্ত খাদ্য ভোক্তার নিকট পৌছাইতে পারে অথবা ইতোমধ্যে পৌঁছাইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে খাদ্য ব্যবসায়ী:

ক) ইতোমধ্যে যে বাজারে খাদ্য ভোক্তাবৃন্দের নিকট সরবরাহ করা হইয়াছে উক্ত বাজার হইতে উক্ত খাদ্য প্রত্যাহার করিবে;

খ) উক্ত খাদ্য প্রত্যাহার করিবার কারণ ভোক্তাবৃন্দকে অবহিত করিবে;

গ) ২(ক) এর বিবরণ অনুসারে খাদ্য প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে।

(৩) যদি উপযুক্ত কারণ থাকিয়া থাকে অথবা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে কোন একটি খাদ্য যাহা বাজারে সরবরাহ করা হইয়াছে উহা মানব স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর তাহা হইলে খাদ্য ব্যবসায়ী তাহা কর্তৃপক্ষকে তাৎক্ষনিকভাবে অবহিত করিবে।

(৪) প্রন্তিক ভোক্তার ঝুঁকি নিরসনে গৃহীত উদ্যোগ সম্পর্কে খাদ্য ব্যবসায়ী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে এবং অনিরাপদ খাদ্য বাজার হইতে অপসারণের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষকে বা সহযোগিতাকারি কোন ব্যক্তিকে বাঁধা প্রদান করিবে না।

(৫) খাদ্য ব্যবসায়ী কর্তৃক সরবরাহকৃত কোন খাদ্যজাত ঝুঁকি পরিহারে অথবা ঝুঁকি কমিয়ে আনিবার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নে খাদ্য সরবরাহকারিগণ সহযোগিতা করিবে।

(৬) খাদ্য ব্যবসায়ীকে প্রত্যাহারকৃত খাদ্যদ্রব্য বিজ্ঞানসম্মত, স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিবেশ-বান্ধব পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট অন্য কোন আইনের ব্যত্যয় না ঘটাইয়া অপসারণ, ধ্বংস বা নিস্পত্তি করিতে হইবে এবং গৃহীত কার্যক্রমের প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

১২. প্রশিক্ষণ

(১) খাদ্য ব্যবসায়ীকে নিশ্চিত করিতে হইবে যে কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ যথাযথভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং নিরাপদ খাদ্য আইন ও উহার বিধি-বিধান মোতাবেক তাহাদের কর্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

(২) খাদ্য ব্যবসায়ী তাহাদের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচিসমূহ সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষণ করিবেন।

(৩) খাদ্য ব্যবসায়ীকে নিশ্চিত করিতে হইবে যে, খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত ও স্থানান্তরের সহিত সম্পৃক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারিগণের যথাযথ প্রশিক্ষণ রহিয়াছে এবং যে কাজে তাহারা নিয়োজিত সেইসকল কর্মকান্ডে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কিত তাহাদের জ্ঞান ও দক্ষতার প্রতিফলন ঘটাইয়া থাকেন।

(৪) কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ কর্তৃক গৃহীত প্রশিক্ষণের দলিলপত্র খাদ্য ব্যবসায়ী সংরক্ষণ করিবেন যাহাতে প্রামানিত হয় যে তত্ত্বাবধান ব্যতিত তাহাদের স্ব স্ব কর্ম সম্পাদনের যোগ্যতা রহিয়াছে। উক্ত দলিলপত্র যে কোন কর্তৃপক্ষ বা সংশ্লিষ্ট খাদ্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা কর্তৃক পরিদর্শনের সময় তাহাদের নিকট উপস্থাপনযোগ্য হিসেবে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

১৩. মজুদকরণ, বিতরণ ব্যবস্থা ও ব্যবহারের ব্যবস্থা

(১) খাদ্য ব্যবসায়ী নিশ্চিত করিবেন যে, কোন নির্দিষ্ট খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে বিশেষ মজুদকরণ ব্যবস্থা এবং/অথবা ব্যবহারের বিশেষ অবস্থা রক্ষা করা প্রয়োজন সেই সকল খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

(২) বিশেষভাবে সংরক্ষিত এবং বিশেষভাবে নির্দেশিত খাদ্যদ্রব্য বিতরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিশেষ ব্যবস্থা রক্ষা করিবার বিষয়টি খাদ্য ব্যবসায়ী নিশ্চিত করিতে হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়: বিজ্ঞাপন

১৪. বিজ্ঞাপন

(১) খাদ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ধারা ৪২ অনুসরণপূর্বক প্রস্তুত, মুদ্রণ ও প্রচার করিতে হইবে।

(২) খাদ্য ব্যবসায়ীকে নিশ্চিত করিতে হইবে যে:

ক. তাহাদের খাদ্যদ্রব্যের জন্য ব্যবহৃত বা প্রচারিত বিজ্ঞাপনে কোন প্রকার মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য নাই যাহার দ্বারা ক্রেতা প্রভাবিত এবং প্রতারিত হইতে পারে। উক্ত বিধান মোড়ক, আচ্ছাদক, লেবেল, মোহর, সময়সূচি বা খাদ্য তালিকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না যতোক্ষন না উহাতে অন্য কোন প্রকার পণ্যের বিজ্ঞাপন অথবা বিপণন প্রসারের বা বিপণন যোগাযোগের বিষয় যুক্ত করা হইবে;

খ. খাদ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপন মানদণ্ডের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে যাহা অতিরিক্ত ভোগ করাকে উৎসাহিত অথবা অনুমোদন করিবে না এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।গ. আকৃতি ও উপাদান এমনকি পুষ্টিগুন ও স্বাস্থ্যসুবিধাসহ কোন পণ্যের বস্তুগত বৈশিষ্ট সম্বলিত বিপণন যোগাযোগ হইবে সঠিক এবং উহা উক্ত বৈশিষ্ট সম্পর্কে ভোক্তাদিগকে বিভ্রান্ত করিবে না অথবা উক্ত পণ্য ব্যবহারকেও বিভ্রান্ত করিবে না;

ঘ. বিজ্ঞাপন ইঙ্গিতপূর্ণ, ভ্রান্ত, অস্পষ্ট, প্রতারণামূলক অথবা অতিরঞ্জিত হইবে না অথবা বিভ্রান্তিকর হইবে না।(১) বিজ্ঞাপনে মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তিকর বিবরণ, শব্দ, মার্কা, ছবি অন্তর্ভূক্ত থাকিবে না। (২) বিজ্ঞাপন বিভ্রান্তিকর কি না তাহা নির্ধারণ করিবার ক্ষেত্রে র্কতৃপক্ষ উক্ত খাদ্যের বৈশিষ্টকে প্রতিফলিত করে এমন কোন বিশেষ তথ্য যেমন ইহার সহজলভ্যতা, প্রকৃতি, গঠন, পদ্ধতি ও প্রস্তুতের তারিখ, ব্যবহার, পরিমাণ, সবিস্তার বিবরণ, ভৌগলিক অথবা বাণিজ্যিক উৎসসহ উহার সকল বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনা করিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

খাদ্য ব্যবসা ও খাদ্য-স্থাপনার শ্রেণিবিন্যাস এবং নিবন্ধনকরণ

১৫। **খাদ্য ব্যবসা ও খাদ্য-স্থাপনার শ্রেণিবিন্যাস**।- কর্তৃপক্ষ নিরাপদ খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে খাদ্য ব্যবসা ও খাদ্য-স্থাপনার শ্রেণিবিন্যাস করিতে পারিবে।

১৬। **খাদ্য ব্যবসা ও খাদ্য-স্থাপনার নিবন্ধন**।- (১) আইনের ধারা ১৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং নিরাপদ খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে, কোন ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের নিবন্ধন গ্রহণ ব্যতিরেকে কোন খাদ্য ব্যবসা পরিচালনা বা খাদ্য স্থাপনার কার্যক্রম করিতে পারিবেন না।

(২) কোন খাদ্য ব্যবসা বা খাদ্য-স্থাপনা পরিচালনার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থার নিকট হইতে লাইসেন্স বা অনুমতি, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, গ্রহণ করিবার পর কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে সংশ্লিষ্ট খাদ্য ব্যবসা বা খাদ্য-স্থাপনার নিবন্ধন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) কোন খাদ্য ব্যবসার নিবন্ধনের জন্য ফরম-১ এবং খাদ্য-স্থাপনার নিবন্ধনের জন্য ফরম-২ অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(৪) উপ-প্রবিধি (৩) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষ আবেদন ফরমে উল্লিখিত তথ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হইলে উপযুক্ত শর্ত সাপেক্ষে ফরম-৩ অনুযায়ী খাদ্য ব্যবসা এবং ফরম-৪ অনুযায়ী খাদ্য-স্থাপনার নিবন্ধন প্রদান করিবে।

(৫) উপ-প্রবিধি (৪) এর অধীন যে উদ্দেশ্যে খাদ্য-স্থাপনার নিবন্ধন প্রদান করা হইয়াছে সেই উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে উক্ত স্থাপনা ব্যবহার করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, যে উদ্দেশ্যে খাদ্য-স্থাপনার নিবন্ধন গ্রহণ করা হইয়াছিল সেই উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে উক্ত স্থাপনা ব্যবহার করিতে চাহিলে কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইবে এবং কর্তৃপক্ষ উক্তরূপ আবেদন প্রাপ্তির পর যদি সন্তুষ্ট হয় যে, প্রস্তাবিত উদ্দেশ্যে খাদ্য-স্থাপনার ব্যবহার খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের কোন ক্ষতি করিবে না তাহা হইলে উপযুক্ত শর্ত সাপেক্ষে অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

১৭। **খাদ্য ব্যবসা ও খাদ্য-স্থাপনার নিবন্ধনের মেয়াদ**।– (১) খাদ্য ব্যবসা ও খাদ্য-স্থাপনার নিবন্ধনের মেয়াদ হইবে উহা ইস্যুর তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) বৎসর।

(২) খাদ্য ব্যবসা ও খাদ্য-স্থাপনার নিবন্ধনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে উহার মেয়াদ বৃদ্ধি/পুনঃনিবন্ধনের আবেদন করিতে হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

খাদ্য ব্যবসা বা খাদ্য-স্থাপনার নিবন্ধন বাতিল

১৮। **খাদ্য ব্যবসা বা খাদ্য-স্থাপনার নিবন্ধন বাতিল, ইত্যাদি**।- (১) কোন খাদ্য ব্যবসা বা খাদ্য-স্থাপনা পরিদর্শনকালে পরিদর্শক বা কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট যদি প্রতিয়মান হয় যে, খাদ্য ব্যবসায়ী বা তাহার প্রতিনিধি, খাদ্যকর্মী বা কর্মচারি কর্তৃক এই প্রবিধানমালার বিধানাবলি যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হইতেছে না, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট খাদ্য ব্যবসায়ী বা খাদ্য-স্থাপনার মালিককে ফরম-৫ অনুসারে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(২) উপ-প্রবিধি (১) এর অধীন নোটিশ প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট খাদ্য ব্যবসায়ী বা খাদ্য-স্থাপনার মালিক নোটিশে প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হইলে ফরম-৬ অনুযায়ী সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(৩) উপ-প্রবিধি (২) এর অধীন সতর্কতামূলক নোটিশ প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট খাদ্য ব্যবসায়ী বা খাদ্য-স্থাপনার মালিক নোটিশে বর্ণিত সময়ের মধ্যে সংশোধনী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হইলে কর্তৃপক্ষ তাহার নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবে এবং ফরম- ৭ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট খাদ্য ব্যবসায়ী বা খাদ্য-স্থাপনার মালিককে অবহিত করিবে ।

(৪) উপ-প্রবিধি (৪) এর অধীন কোন খাদ্য ব্যবসা বা খাদ্য-স্থাপনার নিবন্ধন বাতিল করা হইলে উহা অবিলম্বে খাদ্য ব্যবসা পরিচালনার লাইসেন্স বা অনুমতি প্রদানকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

(৫) কোনো খাদ্য ব্যবসা বা খাদ্য-স্থাপনার নিবন্ধন বাতিল করা হইলে উক্ত খাদ্য ব্যবসা বা খাদ্য-স্থাপনা পরিচালনা সংক্রান্ত লাইসেন্সটি বা অনুমতিটি পুনঃনিবন্ধন গ্রহণ পর্যন্ত স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

ফরম-১

[প্রবিধি ১৬ (৩) দ্রষ্টব্য]

খাদ্য ব্যবসার নিবন্ধনের আবেদন

আবেদনকারীর পাসপোর্ট সাইজের এক কপি ছবি

১।	আবেদনকারীপ্রতিষ্ঠানের নাম/	
২।	পিতার নাম	
৩।	মাতার নাম	
৪।	বর্তমান ঠিকানা	
৫।	স্থায়ী ঠিকানা	
৬।	যোগাযোগের নম্বর ও ইমেইল-	
৭।	জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর পাসপোর্ট নম্বর/ (ব্যক্তির ক্ষেত্রে)	
৮।	ট্রেড লাইসেন্স (প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে)	
৯।	টিআইএন নম্বর (যদি থাকে)	
১০।	যে খাদ্য ব্যবসা পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক	.....উৎপাদন/প্রস্তুতকরণ/প্রক্রিয়াকরণ/ /বিক্রয়/বিতরণ/আমদানি/পরিবহন/গুদামজাতকরণ/প্যাকেজিং খাদ্যের উপাদান বিক্রয়/সরবরাহ/যোগান/মজুদ

<u>ঘোষণা</u>

আমি/আমরা এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, উপরি-বর্ণিত তথ্য আমার/আমাদের জানামতে সত্য ও সঠিক। আমি/আমরা নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩, নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য ব্যবসায়ীর বাধ্যবাধকতা) প্রবিধানমালা, ২০১৮ এবং উক্ত আইনের অধীন প্রণীত অন্যান্য বিধিমালা, প্রবিধানমালা, আদেশ, নিষেধ, নির্দেশনা, ইত্যাদি মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিব।

আবেদনকরীর স্বাক্ষর

(.....)

তারিখ:.....

ফরম-২

[প্রবিধি ১৬ (৩) দ্রষ্টব্য]

খাদ্য স্থাপনার নিবন্ধনের আবেদন

আবেদনকারীর পাসপোর্ট সাইজের এক কপি ছবি

১।	আবেদনকারীপ্রতিষ্ঠানের নাম/	
২।	পিতার নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	
৩।	মাতার নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	
৪।	বর্তমান ঠিকানা	
৫।	স্থায়ী ঠিকানা	
৬।	যোগাযোগের নম্বর ও ইমেইল-	
৭।	জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর পাসপোর্ট নম্বর/ (ব্যক্তির ক্ষেত্রে)	
৮।	ট্রেড লাইসেন্স (প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে)	
৯।	টিআইএন নম্বর (যদি থাকে)	
১০।	খাদ্য স্থাপনার পূর্ণ বিবরণ	
১১।	যে সকল উদ্দেশ্যে খাদ্য স্থাপনা ব্যবহার করা হইবে উহার বিস্তারিত বিবরণ	

ঘোষণা

আমি/আমরা এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, উপরি-বর্ণিত তথ্য আমার/আমাদের জানামতে সত্য ও সঠিক। আমি/আমরা নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩, নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য ব্যবসায়ীর বাধ্যবাধকতা) প্রবিধানমালা, ২০১৮ এবং উক্ত আইনের অধীন প্রণীত অন্যান্য বিধিমালা, প্রবিধানমালা, আদেশ, নিষেধ, নির্দেশনা, ইত্যাদি মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিব।

আবেদনকরীর স্বাক্ষর

(.....)

তারিখ:.....

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

ফরম-৩

[প্রবিধি ১৬ (৪) দ্রষ্টব্য]

খাদ্য ব্যবসার নিবন্ধন

.....খাদ্য উৎপাদন/প্রক্রিয়াকরণ/প্রস্তুতকরণ/প্যাকেজিং/গুদামজাতকরণ/পরিবহন/আমদানি/বিতরণ/বিক্রয়/মজুদ/যোগান/সরবরাহ/খাদ্যের উপাদান বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে .....ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান, ঠিকানা..... যোগাযোগের নম্বর..... বরাবর নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে নিবন্ধন প্রদান করা হইল-

১। এই নিবন্ধন শুধুমাত্র..... খাদ্য উৎপাদন/প্রক্রিয়াকরণ/প্রস্তুতকরণ/প্যাকেজিং/গুদামজাতকরণ/পরিবহন/আমদানি/বিতরণ/বিক্রয়/মজুদ/যোগান/সরবরাহ/খাদ্যের উপাদান বিক্রয় করিবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২। এই নিবন্ধনের মেয়াদ হইবে.....তারিখ পর্যন্ত।

৩। এই নিবন্ধন .....তারিখের মধ্যে নবায়ন করিতে হইবে।

৪। কোন কারণে .....খাদ্য ব্যবসার লাইসেন্স বাতিল হইলে এই নিবন্ধন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হইবে।

৫। খাদ্য ব্যবসায়ী নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩, নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য ব্যবসায়ীর বাধ্যবাধকতা) প্রবিধানমালা, ২০১৮ এবং উক্ত আইনের অধীন প্রণীত অন্যান্য বিধিমালা, প্রবিধানমালা, আদেশ, নিষেধ, নির্দেশনা, ইত্যাদি মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবে।

৬। কর্তৃপক্ষ বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে খাদ্য ব্যবসা সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে পরিদর্শন, তদন্ত, নমুনা সংগ্রহ বা পরীক্ষাকরণে সহযোগিতা করিতে বাধ্য থাকিবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

ফরম-৪

[প্রবিধি ১৬ (৪) দ্রষ্টব্য]

খাদ্য-স্থাপনার নিবন্ধন

.....ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান, ঠিকানা.....
যোগাযোগের নম্বর.....,.....(স্থাপনা/কক্ষের বিস্তারিত বিবরণ) বরাবর.....খাদ্যউৎপাদন/প্রক্রিয়াকরণ/প্রস্তুতকরণ/প্যাকেজিং/গুদামজাতকরণ/পরিবহন/আমদানি/বিতরণ/বিক্রয় /মজুদ/যোগান/সরবরাহ/খাদ্যের উপাদান বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে নিবন্ধন প্রদান করা হইল-

১। এই নিবন্ধন শুধুমাত্র..... খাদ্য উৎপাদন/ প্রক্রিয়াকরণ/ প্রস্তুতকরণ/ প্যাকেজিং/ গুদামজাতকরণ/ পরিবহন/ আমদানি/ বিতরণ/ বিক্রয়/ মজুদ/যোগান/সরবরাহ/খাদ্যের উপাদান বিক্রয় করিবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২। এই নিবন্ধনের মেয়াদ হইবে.....তারিখ পর্যন্ত।

৩। এই নিবন্ধন .....তারিখের মধ্যে নবায়ন করিতে হইবে।

৪। কোন কারণে .....খাদ্য স্থাপনার লাইসেন্স বাতিল হইলে এই নিবন্ধন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হইবে।

৫। খাদ্য ব্যবসায়ী নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩, নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য ব্যবসায়ীর বাধ্যবাধকতা) প্রবিধানমালা, ২০১৮ এবং উক্ত আইনের অধীন প্রণীত অন্যান্য বিধিমালা, প্রবিধানমালা, আদেশ, নিষেধ, নির্দেশনা, ইত্যাদি মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবে।

৬। কর্তৃপক্ষ বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে খাদ্য-স্থাপনা পরিদর্শন ও সহযোগিতা করিতে বাধ্য থাকিবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

ফরম-৫

[প্রবিধি ১৮ (১) দ্রষ্টব্য]

সূত্র নম্বর---------- তারিখঃ

বিষয় ঃ নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত খাদ্য ব্যবসায়ীর বাধ্যবাধকতা বিষয়ে উন্নয়ন **নোটিশ**

প্রতি----------(খাদ্য ব্যবসায়ী(গণ)'র নাম)

খাদ্য ব্যবসায়ী/খাদ্য স্থাপনার নাম ও ঠিকানা ঃ----------

খাদ্য ব্যবসায়ী(গণ)'র স্থায়ী ঠিকানাঃ----------

খাদ্য ব্যবসায়ী(গণ)'র অস্থায়ী ঠিকানা ঃ----------

---

১. আপনার খাদ্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান/খাদ্য স্থাপনা (ঠিকানা) তদন্তকালে নিরাপদা খাদ্য (খাদ্য ব্যবসায়ীর বাধ্যবাধকতা) প্রবিধিমালা ২০১৮ এর ----------ধারা প্রতিপালনে নিম্নোক্তভাবে ব্যর্থ হইয়াছেন মর্মে প্রতীয়মান হইয়াছে। (খাদ্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা সংক্রান্ত, ব্যত্যয় অথবা খাদ্য ব্যবসায়ীর আচরণ যাহা আইনের লঙ্ঘন তাহা উল্লেখ করিতে হইবে এবং তাহা দ্বারা বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য ব্যবসায়ীর বাধ্যবাধকতা) প্রবিধানমালা ২০১৮ এর কোন প্রবিধি ভঙ্গ করা হয়েছে তার উল্লেখ করতে হবে)

---

২. এই নোটিশের ১ নং ক্রমিকে বর্ণিত আইনের লঙ্ঘন সংশোধনকল্পে আপনি নিম্নোক্ত পদক্ষেপ অবশ্যই গ্রহণ করিবেন।

---

৩. ২ নং ক্রমিকে বর্ণিত ব্যবস্থাদি আগামী ---------- তারিখের মধ্যে অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথায় ইহা একটি অপরাধ হিসেবে গণ্য হইবে।

নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর

নামঃ

তারিখঃ
টেলিফোন নংঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

ফরম-৬

[প্রবিধি ১৮ (২) দ্রষ্টব্য]

সূত্র নম্বর---------- তারিখঃ

বিষয়ঃ নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত খাদ্য ব্যবসায়ীর বাধ্যবাধকতা অপ্রতিপালন অব্যাহত থাকা সংক্রান্ত সতর্কীকরণ ।

১ । প্রতি----------(খাদ্য ব্যবসায়ী(গণ)'র নাম)
ঠিকানাঃ ----------

খাদ্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের/খাদ্য স্থাপনার নাম ----------

খাদ্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের/খাদ্য স্থাপনার ঠিকানা----------

২. নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের এনফোর্সমেন্ট বিভাগ এই মর্মে নিশ্চিত হইয়াছে যে, আপনাকে ফরম-৫ মূলে গত ----------তারিখ জারীকৃত নোটিসের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত খাদ্য ব্যবসায়ীর বাধ্যবাধকতা প্রবিধানমালা যথাযথভাবে প্রতিপালন করেননি ।

৩. নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের এনফোর্সমেন্ট বিভাগ নিম্নবর্ণিত কারণে আপনার এহেন কর্মকান্ডে সন্তুষ্ট নয় ----------

---

----------(কারণ উল্লেখ করিতে হইবে)

৪. এমতাবস্থায় আপনাকে নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য ব্যবসায়ীর বাধ্যবাধকতা) প্রবিধানমালার লঙ্ঘনজনিত কারণে সতর্ক করা যাইতেছে । আগামী ----------তারিখের মধ্যে অত্র নোটিশের ৩য় পরিচ্ছেদে উল্লিখিত বিষয় প্রতিপালন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইল । অন্যথায় আপনার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে ।

নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর

নামঃ

তারিখঃ

ঠিকানাঃ

টেলিফোন নংঃ ফ্যাক্সঃ

ই-মেইলঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
ফরম-৭
[প্রবিধান ১৮(৩) দ্রষ্টব্য]

সুত্রঃ ..... তারিখঃ .....

বিষয়ঃ খাদ্য ব্যবসা/খাদ্য-স্থাপনার নিবন্ধন বাতিলের নোটিশ।

প্রাপকঃ----------(খাদ্য ব্যবসায়ী/প্রতিনিধির নাম)

খাদ্য ব্যবসা/খাদ্য-স্থাপনার নাম ও ঠিকানা----------
নিবন্ধন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নাম ও নম্বর ঃ ----------
খাদ্য ব্যবসায়ীর বর্তমান ঠিকানা ও মোবাইল ফোন নম্বর ঃ----------
---

জনাব,

আপনার সদয় অবগতি ও কার্যার্থে জানানো যাইতেছে যে, নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য ব্যবসায়ীর বাধ্যবাধকতা) প্রবিধানমালা এর জন্য আপনাকে ফরম-৫ অনুসারে একটি নোটিশ (নং-....., তারিখঃ .....) প্রদান করা হয়। নোটিশে উল্লেখিত শর্ত প্রতিপালনে ব্যর্থ হওয়ায় আপনাকে ফরম-৬ অনুযায়ী সতর্কীকরণ নোটিশ (স্মারক নং-....., তারিখঃ.....) প্রদান করা হয় । কিন্তু আপনি আপনার খাদ্য ব্যবসা/খাদ্য-স্থাপনায় নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য ব্যবসায়ীর বাধ্যবাধকতা) প্রবিধানমালা প্রতিপালন করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন । ফলে আপনার খাদ্য ব্যবসা/খাদ্য-স্থাপনা ভোক্তার জীবন ও স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নিবন্ধন এতদ্দ্বারা বাতিল করা হইল।

২। নিবন্ধন বাতিলের তারিখ হইতে আপনি খাদ্য ব্যবসা বা খাদ্য-স্থাপনা পরিচালনা করিতে পারিবেন না।

৩। এই নোটিশের ব্যত্যয় ঘটাইয়া আপনি খাদ্য ব্যবসা বা খাদ্য-স্থাপনা পরিচালনা করিলে আপনার বিরুদ্ধে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর অধীন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর, সিল ও তারিখ

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে,

(মোহাম্মদ মাহফুজুল হক)
চেয়ারম্যান